জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০১৮

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন
(পেট্রোবাংলা)

পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫
ফোন: পিএবিএক্স ৮৮০-২-৯১২১০১০-৬, ৯১২১০৩৫-৪১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২০২২৪
ওয়েব সাইট : www.petrobangla.org.bd

জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহে পেট্রোবাংলার ভূমিকা

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধিকারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী জাতিসত্তার বিজয় সূচিত হয়। সে থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। মানবিক সূচক থেকে শুরু করে মাথাপিছু আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশের মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর এ যোগ্যতা অর্জনের মূলে রয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অনন্য দূরদর্শীতা এবং তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনা। স্বাধীনতার উষালগ্নে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে যে বীজ বপন করেন, আজ তা পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে এক বিরাট মহিরূহে পরিণত হতে যাচ্ছে। সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী জ্বালানি অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ তেল কোম্পানি 'শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানী লিমিটেড' এর নিকট থেকে নামমাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে দেশের ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেন। এটি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটি মাইলফলক। উল্লিখিত ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের Gas Initially in Place (GIIP) মজুদ ২০.৭৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তন্মধ্যে সে সময়ে ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ছিল ১৫.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার বর্তমান সমন্বিত গড় বিক্রয়মূল্য মোট প্রায় ৩৮.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩,২০,৯৩৪ কোটি টাকা। ৪৩ বছর গ্যাস সরবরাহের পরও বর্তমানে এ ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রে ৬.৫৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ ১,৩৬,৫৩২ কোটি টাকা (প্রায় ১৬.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। এ ৫টি গ্যাসক্ষেত্রসহ পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত অন্যান্য গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদিত গ্যাস ও উপজাত তেল দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো হতে মোট সরবরাহের এক-তৃতীয়াংশ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে এ সকল গ্যাসক্ষেত্রের অবদান বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফসল। উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জ্বালানির উৎসসমূহের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ তাঁর সুবিশাল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, চিন্তা চেতনার দূরদর্শিতা ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে তাঁর বিচক্ষণতার স্বাক্ষর বহন করে। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সরকার ২০১০ সাল হতে এ দিবসটিকে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতি বছর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উদ্যোগে এ দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি খাতের ভূমিকা এবং জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনীতির চালিকা শক্তি জ্বালানি খাতের উন্নয়ন অপরিহার্য। বিশ্বায়ন ও খোলা বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সুপ্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, জাতিসংঘের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর অন্যতম সবার জন্য টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এসডিজি'র আলোকেই নির্ধারণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশের মর্যাদায় পৌছাতে সরকার বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মকান্ডের ফলে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে জ্বালানির চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার দেশজ জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা আহরণ ও উৎপাদন এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার ওপর পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন ১৩টি বিশেষায়িত কোম্পানি নিরলসভাবে কাজ করছে।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন ১৩টি কোম্পানি

ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি ১টি : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড, **খ) গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ২টি :** বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড, **গ) গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ১টি :** গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড, **ঘ) গ্যাস বিতরণ কোম্পানি ৬টি :** তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, **ঙ) রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি ১টি :** রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং **চ) মাইনিং কোম্পানি ২টি :** বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড ও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ : ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক কমবেশী ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। পুরাতন বন্ধকূপ ওয়ার্কওভার (সংস্কার), নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননের কর্মসূচী জোরদার ও দ্রুত বাস্তবায়নের ফলে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক ১,৫০৩ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেলেও উক্ত সময়ে ২টি গ্যাসক্ষেত্র (সাঙ্গু এবং ফেনী) বন্ধ এবং কোন কোন গ্যাসক্ষেত্রের বিদ্যমান কূপে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে গ্যাস সরবরাহের সমন্বিত পরিমাণ ১,০০৬ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। আবিষ্কৃত গ্যাস স্ট্রাকচার সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ৫,২৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০টি নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার আবিষ্কার, ১৪টি অনুসন্ধান ও ৫৭টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ৪৪টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ সময়ে ৮৩০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ জেলার মুচাই ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গাতে গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং আবাসিক খাতে বর্তমানে প্রায় ৪১.৮০ লক্ষ গ্রাহকের নিকট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দেশের একমাত্র অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি বাপেক্স এর কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গভীর কূপ খননের ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি রিগ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরও ১টি রিগ মেরামত করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ৩১টি উন্নয়ন কূপ খনন, ২২টি কূপের ওয়ার্কওভার এবং ৫৯টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। এ সকল কূপ খননের মাধ্যমে আনুমানিক দৈনিক প্রায় ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাসের ঘাটতি লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মধ্যেই ১টি এবং ২০১৯ সালের প্রথমদিকে আরো ১টি Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের মাধ্যমে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট সমতুল্য এলএনজি আমদানির কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন আছে। ভবিষ্যতের গ্যাস চাহিদা পূরণে মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পায়রা বন্দরে এক বা একাধিক স্থলভিত্তিক/FSRU স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন : দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রাপ্ত গ্যাস কনডেনসেট সমৃদ্ধ হওয়ায় এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্রে শুরু হতে ফ্রাকসনেশন প্ল্যান্টে কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়াম পদার্থ উৎপাদন করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ও উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির (পিএসসি) অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (মার্চ পর্যন্ত) মোট ৩২,৯৫,৪৩৬ ব্যারেল গ্যাস উপজাত কনডেনসেট এবং ১,১১,৮৩৯ ব্যারেল এনজিএল উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২১,৬১,২১৪ ব্যারেল কনডেনসেট বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট কনডেনসেট এবং সমুদয় এনজিএল পেট্রোবাংলার ৩টি কোম্পানির ৬টি ফ্রাকশনেসন প্ল্যান্টে প্রক্রিয়া করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৮,৪৫,৩৫৮ ব্যারেল পেট্রোল, ৩,১৭,৬২৭ ব্যারেল ডিজেল, ৫৭,৫৬২ ব্যারেল কেরোসিন এবং ৪,১৩৭ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বিভিন্ন কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হচ্ছে। গ্যাস উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পেট্রোল দেশের চাহিদা পূরণে সমর্থ হচ্ছে এবং অকটেন চাহিদার বৃহদাংশ পূরণ করছে। বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে লিকুইড রিকভারী ইউনিট (এলআরইউ) স্থাপনের ফলে প্রাপ্ত বর্ধিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রশিদপুরে এসজিএফএল কর্তৃক দৈনিক ৪,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি ফ্রাকসনেশন প্ল্যান্ট ডিসেম্বর, ২০১৮ নাগাদ স্থাপন সম্পন্ন হবে। এছাড়া, ৩,০০০ ব্যারেল ক্ষমতার একটি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) বাস্তবায়নাধীন আছে।

কয়লা : বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লা খনি বড়পুকুরিয়া থেকে দৈনিক গড়ে ১,২০০-১,৮০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হতো বর্তমানে সেখানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,০০০-৪,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার প্রায় ৬৫% বড়পুকুরিয়া কয়লা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং অবশিষ্ট কয়লা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে দেশের প্রচুর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

গ্রানাইট পাথর : মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা হয়। এ গ্রানাইট পাথর রেললাইন, সড়ক ও সেতুসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২০০২ - ২০০৬ সময়কালের তুলনায় ২০০৯ - জুন, ২০১৮ সময়কালের সাফল্যের তুলনামূলক চিত্র		
কার্যক্রম	**২০০২ - ২০০৮ সাল**	**২০০৯ - জুলাই, ২০১৮ সাল**
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক (লাইন কিঃ মিঃ)	১,৬৪৩ (বাপেক্স) ও ১,০৩৭ (আইওসি)	৫,০০৫ (বাপেক্স) ও ১১,৬৯১ (আইওসি)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক (বর্গ কিঃ মিঃ)	৭৬৬ (আইওসি)	৪,৫২০ (বাপেক্স) ও ৭১৬ (আইওসি)
ভূতাত্ত্বিক জরিপ (লাইন কিঃ মিঃ)	৫৫৭ (বাপেক্স)	১,২৪১ (বাপেক্স) ও ১৮,১৭১ (আইওসি)
নতুন স্ট্রাকচার আবিষ্কার	৩টি (বাপেক্স)	১৮টি (বাপেক্স) ও ২টি (আইওসি)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	২টি (১টি বাপেক্স ও ১টি আইওসি)	১৪টি (৮টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৪টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৬টি	৫৭টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৪টি	৪৪টি (৪০টি বাপেক্স ও ৪টি আইওসি)
নতুন রিগ ক্রয়	নাই	৪টি
কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন	নাই	৩টি (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	১টি (আইওসি)	৪টি (বাপেক্স)
গড় দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	১,২০০-১,৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট	১,৭৪৪-২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন	৭৩ কিলোমিটার	৮৩০ কিলোমিটার
কয়লা উৎপাদন	৬.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন	৮২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন

এক নজরে গ্যাস সেক্টর (জুন, ২০১৮)	
বিবরণ	**সংখ্যা/পরিমাণ**
মোট গ্যাসক্ষেত্র	২৭টি
মোট উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	১৯টি
উৎপাদনরত মোট কূপের সংখ্যা	১১০টি
বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা	২,৭৫০ এমএমসিএফডি
সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদন (তারিখ : ০৬ মে, ২০১৫)	২,৭৮৫.৮০ এমএমসিএফডি
মোট প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য)	২৭.৭৭ টিসিএফ
প্রারম্ভ হতে মোট গ্যাস উৎপাদন (ডিসেম্বর, ২০১৭)	১৫.২২ টিসিএফ
বর্তমান অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য), জানুয়ারি, ২০১৮	১২.৫৪ টিসিএফ
বর্তমান দৈনিক চাহিদা	৩,৯৯৬ এমএমসিএফডি এর অধিক
বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	৪১.৮০ লক্ষ

বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানিসহ দেশে উৎপাদিত ৬২,৪৯৮ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুতের মধ্যে ৩৯,৫৬৩ গিগাওয়াট আওয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বড়পুকুরিয়ার কয়লা ব্যবহার করে ১,৬৯৬ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এ সময়ে পেট্রোবাংলার উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা ব্যবহার করে দেশে মোট উৎপাদনের ৬৬% বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া, ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে ছোট ছোট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মোট ২,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

সার উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে ৭,৬৪,০০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে।

প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন : গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধে ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় ১৩,১০০টি আবাসিক গ্রাহকের আঙ্গিনায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় আরও ২ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় ৬০ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপন পরিকল্পনার মধ্যে যথাক্রমে ৪৮,৫৪৬টি এবং ৩২,১২০টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি : পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহে প্রশাসন, বিপণন, রাজস্ব, পে-রোল, হিসাব, ভান্ডার, গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি, ভূকম্পন জরীপ, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক, রিজার্ভয়ার সমীক্ষা, গ্যাস সঞ্চালন ও মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং চালু করাসহ ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। গ্যাস বিপণন কোম্পানিসমূহ ইতোমধ্যে হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছে এবং কলসেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ অনলাইনে ও মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করেছে এবং গ্রাহকদের মোবাইল নম্বরে বিল পরিশোধের তথ্যাদি এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু রয়েছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বিপণন কোম্পানিসমূহের গ্রাহক সেবার মানেরও উন্নতি হচ্ছে।

এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ ও আমদানি : কক্সবাজারের মহেশখালীর সমুদ্রে প্রতিটি ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের জন্য পেট্রোবাংলা Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এবং Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd.-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। Excelerate-এর FSRU হতে ২০১৮ সালের মধ্যেই এবং Summit-এর FSRU হতে ২০১৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। কক্সবাজারের মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পটুয়াখালীর পায়রায় স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, ভাসমান ও স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য পেট্রোবাংলা বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU/Term Sheet স্বাক্ষর করেছে।

বছরে ১.৮ হতে ২.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের জন্য কাতারগ্যাস (RasGas)-এর সাথে পেট্রোবাংলা গত ২৫-০৯-২০১৭ তারিখ LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করে। জি টু জি ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত উক্ত চুক্তির মেয়াদ ১৫ বছর। ওমান হতে বছরে ০.৫ হতে ১.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের জন্য Oman Trading International (OTI)-এর সাথে পেট্রোবাংলা ৬ মে, ২০১৮ তারিখ LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করে। বর্ণিত চুক্তির মেয়াদ ১০ বছর। এছাড়া, এলএনজি ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পেট্রোবাংলা Letter of Intent (LOI)/ SPA স্বাক্ষর/ অনুস্বাক্ষর করেছে। গ্যাসের চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের জন্য ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শীঘ্রই চূড়ান্ত Master Sales Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) : বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০১২ এর আওতায় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি Santos-KrisEnergy-Bapex-এর সাথে ১২ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অফশোর ব্লক SS-11 এর জন্য একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। ব্লকটিতে ২০১৫ সালে ৩,২২০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে মে, ২০১৮ সালে এ ব্লকে ৩০৫ বর্গ কিলোমিটার ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়। ONGC Videsh Ltd. (OVL) - Oil India Ltd. (OIL) -Bapex এর সাথে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ব্লক SS-04 এবং SS-09 এর জন্য দু'টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬-১৭ সালে তারা ৫,৫৫২ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক মেরিন ও ওবিসি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে। ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ ১টি কূপ খননের প্রস্তুতি চলছে। গভীর সমুদ্রের ব্লক DS-12 এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সঙ্গে ১৪ মার্চ, ২০১৭ তারিখে একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় সম্প্রতি Daewoo এ ব্লকে ৩,৫৬০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা সম্পন্ন করেছে। নভেম্বর, ২০১৮ মাসে তারা এ ব্লকে প্রায় ২০০০ বর্গ কিলোমিটার ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করবে। অপরদিকে, অনশোর এবং অফশোরে বিডিং আহ্বান করার প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে বিদ্যমান মডেল পিএসসি-২০১২ পেট্রোবাংলা কর্তৃক পরিমার্জন করা হয়েছে এবং এর ওপর সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও অফশোর বিডিং এর জন্য মডেল পিএসসি ডকুমেন্টটিকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য পরামর্শকের পরামর্শ গ্রহন করা হয়েছে। সে আলোকে বর্তমানে মডেল পিএসসি ২০১৮ প্রনয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অফশোর বিডিং এ আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত Non-exclusive Multiclient Seismic Survey সম্পন্ন করার জন্য দরদাতাদের প্রস্তাব মূল্যায়ন শেষে নির্বাচিত দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা : প্রতি বছর গ্যাস খাত হতে সরকারি কোষাগারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া হয়ে থাকে। বিগত বছরগুলির তুলনায় সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরগুলিতে সিডি ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ, আয়কর ও এসডি ভ্যাট ইত্যাদি বাবদ সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ৫,৫৮৬ কোটি টাকা, ৫,৩৭৮ কোটি টাকা, ৬,২০৪ কোটি টাকা, ৭,৫২২ কোটি টাকা ও ১৩,১৮৯ জমা দেয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দেশের প্রাথমিক জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা। বর্তমানে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। এ কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত নতুন ৪টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দৈনিক ১,৫০৩ মিলিয়ন ঘনফুট নিট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে গ্যাসের ঘাটতি দূরীকরণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশীয় সম্পদ আহরণের পাশাপাশি পেট্রোবাংলা বিদেশ হতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, সার্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে পেট্রোবাংলার অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৮ সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি	
দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	১,৫০৩ এমএমসিএফডি
প্রকৃত গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি	১,০০৬ এমএমসিএফডি
নতুন রিগ ক্রয়	৪টি
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	১৬,৬৯৬ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স- ৫,০০৫ ও আইওসি - ১১,৬৯১)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	৫,২৩৬ বর্গ কিলোমিটার (বাপেক্স- ৪,৫২০ ও আইওসি - ৭১৬)
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	১৯,৪১২ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স-১,২৪১ ও আইওসি- ১৮,১৭১)
নতুন স্ট্রাকচার চিহ্নিতকরণ	২০টি
নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার	৪টি (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	১৪টি (৮টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৪টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৫৭টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৪৪টি (৪০টি বাপেক্স ও ৪টি আইওসি)
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ	৮৩০ কিলোমিটার
কয়লা উৎপাদন	৮২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন
গ্রানাইট উৎপাদন	৩২.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন

খাতওয়ারী গ্যাস ব্যবহার (২০১৭-১৮)

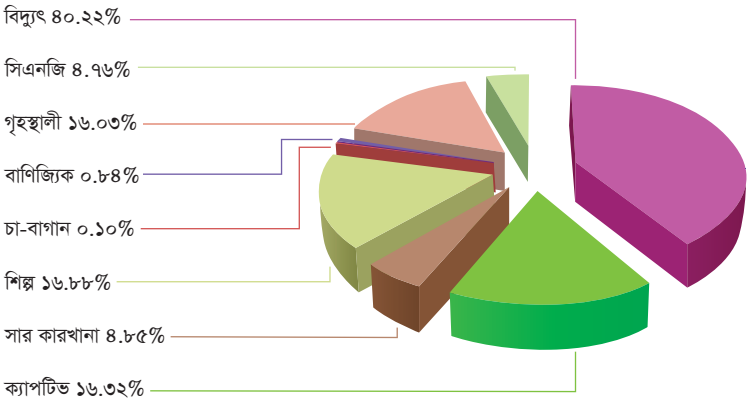

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন (২০১৭-১৮ অর্থবছর)

পণ্য	এসজিএফএল	বিজিএফসিএল	আরপিজিসিএল	মোট
পেট্রোল	৫,৭৭,৬৪৪ ব্যারেল	৮২,৭৩৬ ব্যারেল	১,৮৩,৯৭৭ ব্যারেল	৮,৪৫,৩৫৮ ব্যারেল
ডিজেল	৮০,৫০৩ ব্যারেল	১,৮২,২৭১ ব্যারেল	৫৪,৮৫৪ ব্যারেল	৩,১৭,৬২৭ ব্যারেল
কেরোসিন	৫৭,৫৬২ ব্যারেল	-	-	৫৭,৫৬২ ব্যারেল
এলপিজি	-	-	৪,১৩৭ মেট্রিক টন	৪,১৩৭ মেট্রিক টন

বার্ষিক গ্যাস উৎপাদন

একক : বিলিয়ন কিউবিক ফিট

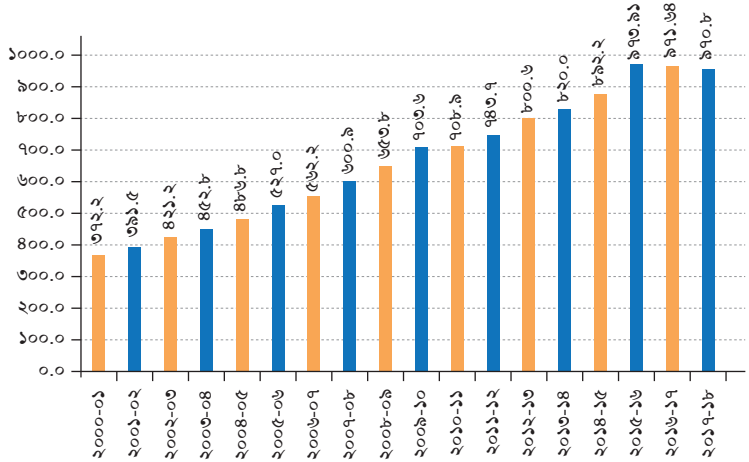

গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প

ক্রমিক	বিবরণ	সম্পাদনকাল
১	আনোয়ারা-ফৌজদারহাট (৪২" ব্যাসের ৩০ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
২	পদ্মা ব্রিজ সেকশন (৩০" ব্যাসের ৬.১৫ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
৩	মহেশখালী-আনোয়ারা-২ (৪২" ব্যাসের ৭৯ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০১৮
৪	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ (৩৬" ব্যাসের ১৮১ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
৫	ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং যমুনা ব্রিজের পশ্চিম পার্শ্ব-নলকা (৩০" ব্যাসের ৬৭ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
৬	এলেঙ্গা-মানিকগঞ্জ (২০" ব্যাসের ৬০ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২১
৭	মানিকগঞ্জ-ধামরাই (২০" ব্যাসের ২৫ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২১
৮	কুটুম্বপুর-মেঘনাঘাট (৩০" ব্যাসের ৪৩ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২০
৯	বগুড়া-রংপুর-নীলফামারী (৩০" ব্যাসের ১৫০ কিঃ মিঃ)	জুলাই, ২০২১
১০	লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া ও জাজিরা-গোপালগঞ্জ-খুলনা (৩০" ব্যাসের ১৭৫ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০২১
১১	বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে ব্রিজ সেকশন-২ (৩৬" ব্যাসের ১২ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২২
১২	মহেশখালী জিরো পয়েন্ট-মহেশখালী সিটিএমএস (৪২" ব্যাসের ৭ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
১৩	শাহবাজপুর, ভোলা গ্যাস ক্ষেত্র-ভোলা ডিআরএস প্রতিস্থাপন (১৬" ব্যাসের ৩৩ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২০

– ২০২৩ সাল নাগাদ ছকে উল্লিখিত ১৩টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৩৫.১৫ কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন ছাড়াও ৩টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য পেট্রোবাংলার অর্থায়নে ডেডিকেটেড পাইপলাইন ও অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সেক্টর ভিত্তিক গ্যাসের বর্তমান চাহিদা ও সরবরাহ

একক : এমএমসিএফডি

সেক্টর	গ্রাহকশ্রেণী	চাহিদা	সরবরাহ
বাল্ক	বিদ্যুৎ	১,৭৯৪	১,০৬৫
	সার	৩১৬	১৩৮
	বিদ্যুৎ নন্-গ্রীড	৯৪	৫৬
	উপ-মোট	**২,২০৪**	**১,২৫৯**
নন্-বাল্ক	শিল্প	৭১০	৪৫৫
	ক্যাপটিভ	৪৮০	৪৪৭
	সিএনজি	১৩৯	১২৯
	গৃহস্থালী	৪২৫	৪৩৩
	বাণিজ্যিক ও অন্যান্য	৩৮	২৭
	উপ-মোট	**১,৭৯২**	**১,৪৯১**
	সর্বমোট	**৩,৯৯৬**	**২,৭৫০**

বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা

গ্যাসক্ষেত্র	খননকৃত কূপের সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা
	জাতীয় কোম্পানি		একক : এমএমসিএফডি
তিতাস	২৭	২৬	৫৪২
হবিগঞ্জ	১১	৭	২২৫
বাখরাবাদ	১০	৬	৪৩
নরসিংদী	২	২	৩০
মেঘনা	১	১	১১
সিলেট	৮	১	৬
কৈলাশটিলা	৭	৪	৬৮
রশিদপুর	১১	৫	৬০
বিয়ানীবাজার	২	২	১৫
সালদানদী	৪	১	৩
ফেঞ্চুগঞ্জ	৫	২	২৬
শাহবাজপুর	৫	৩	৫০
সেমুতাং	৬	২	৩
সুন্দলপুর	২	১	৫
শ্রীকাইল	৪	৩	৪০
বেগমগঞ্জ	৩	০	০
রূপগঞ্জ	১	০	৮
মোট	**১০৯**	**৬৬**	**১,১৩৫**
	আন্তর্জাতিক কোম্পানি (আইওসি)		
জালালাবাদ	৯	৭	২৭০
মৌলভীবাজার	৯	৬	৪২
বিবিয়ানা	২৬	২৬	১,২০০
বাঙ্গুরা	৭	৫	১০৩
মোট	**৫১**	**৪৪**	**১,৬১৫**
সর্বমোট (জাতীয়+আইওসি)	**১৬০**	**১১০**	**২,৭৫০**